মুজিবনগরে স্ত্রীর মামলায় স্বামী আটক

মুজিবনগরে সিআর মামলার সাজাপ্রাপ্ত পালাতক আসামী সুমন আলীকে আটক করেছে পুলিশ।মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে বারোটার দিকে তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়।
সিআর মামলার সাজাপ্রাপ্ত পালাতক আসামী সুমন আলী মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী উত্তরপাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে।
মুজিবনগর থানা সূত্রে জানা গেছে, সুমন একজন সিআর ভূক্ত আসামী। দির্ঘদিন ধরে সে পালাতক রয়েছে।মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে বারোটার দিকে মুজিবনগর থানার টহল টিম তাকে তার নিজ বাড়ির গরুর ফার্মে থেকে আটক করে।
এ সময় এসআই আরিফুল ইসলামসহ সঙ্গীয় ফোর্স উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে মঙ্গলবার সকালে তাকে আদালতের মাধ্যেমে জেল হাজতে প্রেরন করা হবেও বলে জানান পুলিশ।

ঝিনাইদহে বাঘা বাঘা ৩৫ নেতা কর্মী আওয়ামিলীগ থেকে বহিস্কার

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগসহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের বাঘা বাঘা ৩৫ প্রভাবশালী নেতাকে দলীয় প্রার্থীর বিপক্ষে ভোট করায় বহিস্কার করা হয়েছে। বহিস্কৃত নেতারা উপজেলা ও আঞ্চলিক রাজরীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দলীয় সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নের ৩৫ জনকে বহিষ্কার করা হয়।

দলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানান উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডঃ আঃ রশীদ। ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে ৪র্থ ধাপে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বহিস্কৃতদের মধ্যে অনেকেই তালিকাভুক্ত রাজাকার পরিবারের সন্তান রয়েছেন যারা আওয়ামীলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

দলের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ৬ ডিসেম্বর ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। দলীয় সতর্কতা ও নির্দেশ ভঙ্গ করে ১৫ ইউনিয়নে ৩৫ জন প্রার্থী তাদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার না করায় তাদের বহিস্কার করা হয়।

বহিস্কৃতরা হলেন, ১ নং সাধুহাটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী নাজির উদ্দিন, ২ নং মধুহাটিতে আলতাফ হোসেন, ফারুক হোসেন জুয়েল, তহুরুল ইসলাম, ৪ নং হলিধানী ইউনিয়নে এড এনামুল হক নিলু, ফাতিমা খাতুন, যুবলীগ নেতা নুর এ আলম বিপ্লব, হরুন অর রশিদ মিয়া, ৫ নং কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নে সাহিদুর রহমান সন্টু, সিরাজুল করিম, ৬ নং গান্না ইউনিয়নে নাসির উদ্দিন মালিতা, ময়নাল হোসেন, ৭ নং মহারাজপুরে আবু বকর, খুরশিদ আলম, ৯ নং পোড়াহাটি ইউনিয়নে মোঃ আশরাফ আলী, মোঃ বদিউজ্জামান এ্যপো, ১০ নং হরিশংকরপুর ইউনিয়নে খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদ, ১১ নং পদ্মকর ইউনিয়নে বিকাশ বিশ্বাস, ১২ নং দোগাছি ইউনিয়নে আব্দুল মান্নান, গোলাম কিবরিয়া কাজল, জাহাঙ্গীর আলম শিবলী, ফয়েজুল্লাহ ফয়েজ, সিরাজুল ইসলাম, ১৩ নং ফুরসুন্ধি ইউনিয়নে আবু সাইদ শিকদার, ১৪ নং ঘোড়শাল ইউনিয়নে তিতাশ বিশ্বাস, জাহিদুল ইসলাম, ১৫ নং কালীচরণপুর ইউনিয়নে এনামুল বিশ্বাস, কাইয়ুম হোসাইন, যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম, ১৭ নং নলডাঙ্গায় মোলায়েম খান, কবির হোসেন, রবিউল ইসলাম, সাইফুল আলম ও মোঃ রাকিবুল ইসলাম লিমন। সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডঃ আঃ রশীদ বলেন, শেখ হাসিনা যাকে মনোনীত করেছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তার পক্ষেই ভোট করবেন।

নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ায় দলীয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অনেক নেতা আছেন যারা বিদ্রোহী প্রার্থীদের পক্ষে গোপনে কাজ করছেন।

তাদের সহায়তা করছেন। নৌকার প্রার্থীরা অভিযোগ দিলে আমরা বিদ্রোহী প্রার্থীর সহায়তাকারীর বিরুদ্ধেও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেব। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

মুজিবনগরে সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে অভিভাবক সমাবেশ

“শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ”“একটাই লক্ষ হতে হবে দক্ষ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে অভিভাবক সমাবেশ।

সোমবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর আয়োজনে স্কুলের সেমিনার কক্ষে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শামিমুল কবির এর সভাপতিত্বে অভিভাবক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহি অফিসার সুজন সরকার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার একেএম মামুনুর রশিদ, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) শরিফুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন ইন্সট্রাক্টর (রসায়ন) নাজমুল হাসান, ইন্সট্রাক্টর (বাংলা) শামীম হোসেন, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ সহ স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মতবিনিময় সভায়, মুজিবনগরে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন, মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, তাদেরকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে, সরকারের প্রচেষ্টাকে সহযোগিতা করার জন্য সবাইকে আহ্বান করা হয়।

মেহেরপুর কারাগারের ক্যান্টিনে লক্ষ লক্ষ টাকার বাণিজ্য

মেহেরপুর জেলা কারাগারের ভেতরের ক্যান্টিনে ৪ থেকে ৬ গুন বেশি দামে পণ্য বিক্রির অভিযোগ উঠেছে ক্যান্টিন ম্যানাজার কারারক্ষী শামিম হোসেনের বিরুদ্ধে। যার কারারক্ষী নাম্বার ৪২৯৮০। জানা গেছে, ক্যান্টিনে এসব মালামালে শতকরা ১২℅ মূল্য বেশি নেওয়ার কথা থাকলেও ক্যান্টিন ম্যানাজার শামীম হোসেন ৪ থেকে ৬ গুন বেশি দামে পণ্য বিক্রি করে থাকেন। আসামিদের পরিবার থেকে খাবার সামগ্রী বা শীতের পোশাক দিতে হলেও ১শ টাকা করে দিতে হয় শামীম হোসেনকে। না দিলে কাপড় ঢুকতে দেওয়া হয় না এমনই অভিযোগ আসামি ও তাদের স্বজনদের। আবার আসামিদের জন্য তার পরিবার থেকে পাঠানো টাকাও (পিসির টাকা) হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। টাকার বিষয়ে জোর করলে বলে রশিদ নিয়ে আস। কিন্তু টাকা জমা দেওয়ার রশিদ তো বাড়ির লোকজনের কাছে থাকে। এভাবে বিভিন্ন পথ অবলম্বল করে টাকা হাতিয়ে নেয় ।
বিভিন্ন মামলায় কারাবাস করে জামিনে বের হওয়া একাধিক আসামির সঙ্গে কথা বলে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে। তারা জানিয়েছেন, কারা কর্তৃপক্ষ ক্যান্টিন থেকে প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে বন্দিদের কাছে অতিরিক্ত মূল্যে খাদ্যপণ্য বিক্রি করে। জেল সুপার ও জেলার কে ম্যানেজ করেই গড়ে তুলেছে ক্যান্টিনের সিন্ডিকেট। কিন্তু প্রতিবাদ করার উপায় নেই। প্রতিবাদ করলেই হতে হয় নির্যাতনের শিকার।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক আসামির সাথে কথা বলে জানা গেছে কারাগারে গিয়ে সব খাবার সামগ্রী কয়েকগুন বেশি দামে ক্রয় করতে হয় তাদের ।
তবে কারাগারের বাইরে এসব ঘটনা সহসা প্রকাশ করে না কেউ। কারণ বেশির ভাগ হাজতির নামে একাধিক মামলা তাই বার বার যেতে হয় কারাগারে। আর কারাগারে গেলেই যেকোন উপায়ে তার কাছে মাদক রেখে চালাবে অমানবিক নির্যাতন। কারাগারের মধ্যে মানুষ নিরাপদ থাকার কথা থাকলেও অনেক অসহায়। বাহির থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। কারাগারে খাবার দেওয়া হয় তবে তা মানসম্মত না। সপ্তাহে দুই দিন মাংস দেয় বাকী দিনগুলোতে মাছ। মাছ-মাংস শুধু নামেই, বাস্তবে দেখা যায় না। ছোট্ট এক টুকরো মাংস যা দেখলে মনে হয় লটপটি। আর বাকী দিনগুলোতে এক পিস পাঙ্গাস মাছ ভাজি তাও একবেলা। পাঙ্গাস

মাছের পরিবর্তন হয়না। মনে হয় পাঙ্গাস মাছ ছাড়া আর কোন মাছ বাজারে পাওয়া যায় না।
আসামি রুবেল (ছদ্দনাম) বলেন, আমি যখন কারাগারে ছিলাম তখন আমার বাড়ি থেকে ১ কেজি ছাগলের গোশত ও ১ কেজি গরুর গোশত পাঠিয়েছিল। এই দুই কেজি গোশত শুধুমাত্র রান্না করা বাবদ ক্যান্টিন বিল দিতে হয়েছে ১ হাজার ৫শত টাকা। পরে টাকা না থাকায় ছাগলের গোশত দিয়ে দিতে হয়েছে ক্যান্টিন ম্যানেজারকে।
বাধ্য হয়ে অনেককেই খাবার কিনে খেতে হয়। এক কেজি ব্রয়লার মুরগির বতর্মান বাজার মূল্য দেড়শ টাকা হলেও কারাগারের ক্যান্টিনে এক কেজি ব্রয়লার মুরগি রান্না করে বিক্রি হয় ৪শ টাকায়।
গরুর মাংসের দাম রাখা হয় প্রতিকেজি ১২শ টাকা। কাঁচা মরিচ ৩শ টাকা কেজি, পেঁয়াজ ৩শ টাকা কেজি, রয়েল সিগারেট ১ প্যাকেট ৬০ টাকা, ডারবি সিগারেট ১ প্যাকেট ৫৫ টাকা, রয়েল সিগারেট ৬০ টাকা, এক প্যাকেট গোল্ডলীফ (ছোট) ১৫৫ টাকা, এক প্যাকেট গোল্ডলীফ (বড়) ২৫০ টাকা। গুল ১টা ২৫-৩০ টাকা, নাসির বিড়ি ১ প্যাকেট ২৫ টাকা, দুই টুকরা আলুসহ ১টি ডিম রান্না ৩০ টাকা, ৫০ গ্রাম চায়ের পাতির দাম ১’শ টাকা, স্পীড ৩৫ টাকা, ১শ গ্রাম ঝাল ও ১শ গ্রাম পেঁয়াজ ৬০ টাকা, অর্ধেক এর অর্ধেক গোশত যার ওজন ২০ গ্রাম হবে তার দাম ৫০ পঞ্চাশ টাকা, একপিস মাছ ৫০ টাকা। এছাড়াও কয়েদীদের বাড়ির লোকজন স্লিপে টাকা জমা করে গেলেও সে টাকা অধিকাংশ কয়েদির কাছে পৌঁছায় না যদিও পৌঁছায় তা জমা টাকার চেয়েও কম। জামিনে মুক্ত হলেও আলাদাভাবে কমপক্ষে ৫শত টাকা দিয়ে আসতে হয়।
এবিষয়ে জানতে ক্যান্টিন ম্যানাজার কারারক্ষী শামীম হোসেনের মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে শামিম হোসেন কোন মন্তব্য করতে চাননি। তিনি বলেন আপনার কোন কথা আমার শোনার কোন দরকার নেই। আপনি জেল গেটে আসেন। আমার সাথে সরাসরি কথা বলতে। এবিষয়ে আপনাকে জানাতে হবে কেন। জানতে যদি হয় আমি আমার স্যারকে জানাবো। আপনি আমার স্যারের সাথে যোগাযোগ করেন। আমার সাথে যোগাযোগ করে কোন লাভ নেই। শামিম আরও বলেন আপনি আমার নাম্বার পেলেন কোথায়। এবিষয়ে আপনি আমাকে ফোন দিবেন না। ফোন দিলে আপনার নামে মামলা করে দেবো, আপনি আমাকে চেনেন না। আমি কোর্ট মোড়ে আছি আপনি পারলে এখানে আসেন না হয় হোটেল বাজার মোড়ে আসেন। আমি আসছি। হোটেল বাজার মোড়ে গিয়ে শামীম কে আবারও ফোন দিলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।
মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেলার হাসনা জাহান বিথী জনান, মেহেরপুরে টাটকা সবজি ও তাজা মাছ পাওয়া যায়। সব সময়ই টাটকা খাবার দেওয়া হয়। তবে ক্যান্টিনের বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়ে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহন

করবো।

ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নৌকা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে ধাওয়া- পাল্টা ধাওয়া

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ও পুরাতন শত্রুতার জেরে মারামারিতে ২৬ জন আহত হয়েছে।
জানা যায়, গতকাল রবিবার সকাল ৭টার দিকে ৮ নং ওয়ার্ড শ্রীফলতলা বাজার এলাকার চায়ের স্টলে উভয় পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থী সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের মাস্টারের সমর্থকদের সাথে একই ইউনিয়নের সতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী বসির উদ্দীনের সমর্থকদের মধ্যে মারমারি বাধে। একপর্যায়ে উভয়পক্ষ বাশের লাঠি ও ইট পাটকেল ব্যবহার করে বলে জানিয়েছে এলাকাবাসি ।
এ ঘটনায় তিন নারী সহ ২৬ জন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে আহতরা হরিনাকুন্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আহতরা হলেন, মনছের লস্করের পুত্র মিল্টন হোসেন (২৩), আশরাফুল উদ্দীন পুত্র মেহেদী হুসাইন (৩৫), মৃত মুজিবুর লস্কারের ছেলে টক্কের আলী (৫৫), মৃত ওমেদ আলীর পুত্র লতিফ হোসেন (৪৫), রেজাউল করিমের পুত্র রাজু আহামেদ (২৬), আজিজ লস্কারের পুত্র আলামিন হোসেন (২৮), মুকাদ্দেস এর পুত্র রকিবুল ইসলাম (৩০), মৃত খিলাফত লস্করের পুত্র জালাল লস্কর (৪৫), সোহরাব হোসেনের পুত্র নাজমুল আলী (৩৮), ঝন্টু লস্করের পুত্র শরিফুল লস্কর (৪০), আনোয়ার হোসেন পুত্র রেজাউল করিম (৫০), মৃত আফছার হুসাইনের পুত্র আজিজুর লস্কর (৫১), তফছের লস্করের পুত্র জামাল হোসেন (২৮), আনোয়ার লস্করের পুত্র দাদুল লস্কর (৫৫), মোঃ হারুন লস্করের পুত্র তরিকুল ইসলাম (২৫), মৃত আনোয়ার লস্করের পুত্র ইমদাদুল হক (৬০),

ঝন্টু লস্করের পুত্র শরিফুল লস্কর (৫০), মৃত উমেদ আলী পুত্র বিশারত লস্কর (৪০), মতিয়ার লস্করের পুত্র মনিরুল ইসলাম (৩৫), মৃত খিলাফত পুত্র জালাল লস্কর (৫০), মৃত আফসার উদ্দীন লস্কর আইয়ুব আলী (৫২), মৃত মুজিবুর লস্করের পুত্র মুনতাজ আলী (৫০), মৃত ওমেদ আলী লস্করের পুত্র লতিফ লস্কর (৫০), স্বামী আরশাফ লস্কর স্ত্রী আইনুর নাহার (৫০),মৃত ক্ষয়বার লস্করের স্ত্রী খাদিজা খাতুন (৫৫) মনছের লস্কর স্ত্রী ফায়িমা খাতুন (৫০)।
এ ঘটনায় হরিনাকুন্ড থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রহিম মোল্লা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, পুর্ব শত্রুতার জের ধরে এধরণের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়া বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রনে রয়েছে, লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন মাঠ পরিদর্শনে জেলা নেতৃবৃন্দ

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। সম্মেলনের স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছেন আলমডাঙ্গা পৌর সভার এটিম মাঠ। আগামী ২০ ডিসেম্বর উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

রবিবার এটিম মাঠ পরিদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গায় জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্মসম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম টোটন জোয়ার্দ্দার, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আব্দুল হান্নান।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর সভার মেয়র হাসান কাদির গনু, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক সহ উপজেলা ও পৌর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ।

গত শুক্রবার বিকালে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-১

আসনের সাংসদ সদস্য সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার সেলুন এমপি উপস্থিতিতে উপজেলার আওয়ামীলীগের এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় আব্দুর রশিদ মোল্লা কে আহবায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। এদিকে উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র জনাব হাসান কাদির গনুকে আহবায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট অর্থ কমিটি গঠন করা হয়।

এর আগে ৫ ই নভেম্বর চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগসহ ৬ টি ইউনিটের সম্মেলনের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্য ইউনিটগুলো হচ্ছে চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগ, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগ, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগ ও জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগ।

জেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা শেষে সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা সার্কিট হাউজে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দদের সাথে নিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দআলোচনায় বসেন। চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ’র সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এমপি’র সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাসিম, সাংগঠনিক সম্পাদক বি.এম মোজাম্মেল হক,এস এম কামাল হোসেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এ্যাড.আমিরুল আলম মিলন এমপি, পারভীন জামান কল্পনা, অ্যাড.গ্লোরিয়া সরকার ঝর্ণা এমপি, চুয়াডাঙ্গা সহ-সভাপতি আলী আজগার টগর এমপি, সাধারন সম্পাদক আজাদুল ইসলাম আজাদ, যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমগীর হান্নান, উপজেলা ও পৌর আওয়ামীলীগ’র সভাপতি-সাধারন সম্পাদক’র সাথে আলোচনা শেষে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ’র সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজ্জাম্মেল হক সম্মেলন এর তারিখ ঘোষনা করেন।

জরুরী আলোচনা সভা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় আগামী ২৫ জানুয়ারী চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন, ২০ ডিসেম্বর আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন,২১ ডিসেম্বর জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগ’র সম্মেলন,২৮ ডিসেম্বর দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগ’র সম্মেলন ও ৬ জানুয়ারী চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের এবং আগামী ৭ জানুয়ারী চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

আলমডাঙ্গায় পিতার বাড়িতে গলায় ফাঁস দিলেন মেয়ে

আলমডাঙ্গার গোবিন্দপুর মাঠপাড়ায় পিতার বাড়িতে গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে এক গৃহবধূ আত্নহত্যা করেছে। রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে ঘটনাটি ঘটে। গৃহবধূ উপজেলার জেহালার পারকেষ্টপুর গ্রামের মুনসুর আলির স্ত্রী। এ ঘটনায় ওই গৃহবধূর পিতা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মাঠপাড়ায় আব্দুল খালেকের মেয়ে রিক্তা খাতুন (২৫) গত কয়েক বছর পূর্বে উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের পারকেষ্টপুর গ্রামের মুনসুর আলির সাথে বিবাহ হয়।

বিবাহের পর তাদের সাংসারিক ঝামেলার কারণে পিতার বাড়িতে অবস্থান করে রিক্তা। রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে গোবিন্দপুর মাঠপাড়ায় পিতার বাড়িতে ওড়না পেঁচিয়ে আত্নহত্যা করে।

ঝিনাইদহে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদযাপন

ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন, উপকৃত সকল জনগণ’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস পালিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের আয়োজনে রোববার সকালে শহরের প্রেরণা একাত্তর চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে জেলা প্রশাসন ও পরে পুলিশ বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর পুষ্পমাল্য অর্পণ করে। সেখান থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে জেলা

প্রশাসকের কার্যালয়ে সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) সালমা সেলিম’র এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদের সচিব রেজাই রাফিন সরকার, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক ইয়ারুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সেলিম রেজা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার সাঈদ।
পরে দিবসটি উপলক্ষে কবিত আবৃতি, প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস পালন

ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন, উপকৃত সকল জনগণ। এই প্রতিপাদ্যে নিয়ে মেহেরপুরে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ পালন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার দুপুর ১২ টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহযোগীতায় আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয় । র্যালীতে অংশ নেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি মোঃ নাজমুল হুদা, মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন, গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেকসহ উদ্যোক্তা বৃন্দ।

জেলায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে দায়িত্ব পালনকারীদের মধ্যে সেবা প্রদানের ভিত্তিতে একজনকে শ্রেষ্ট উদ্যোক্তা নির্বাচন করা হয়।

জেলার ১৮টি ইউনিয়ন ও ৩টি পৌর ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের মধ্যে সেবাপ্রদান ও ডিজিটাল কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষ ভুমিকা

রাখায় গাংনীর বামন্দী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্ত সজিবুল হক লেমন কে জেলার শ্রেষ্ট উদ্যোক্তা হিসেবে পুরস্কার প্রদান করেন জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম।

মেহেরপুরে জুয়া মামলার দুই পলাতক আসামি আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ফটিক আলী ওরফে রশিদুল (৩৫) ও মোঃ রাসেল (২৭) নামের দুইজন জুয়া মামলার পলাতক আসামি আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

রবিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শোলমারী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটক রশিদুল শোলমারী গ্রামের মৃত বাদল আলীর ছেলে এবং রাসেল একই এলাকার বশির আলীর ছেলে।

জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর জেলা ডিবি পুলিশের ওসি মোঃ জুলফিকার আলীর নেতৃত্বে এসআই সুলতান মাহমুদ, এএসআই আহসান হাবীব, এএসআই হেলাল উদ্দিনসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে শোলমারী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এসময় রশিদুল ও রাসেলকে আটক করা হয়।

রাসেলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইনে আরও ১০ টি মামলা আদালতে বিচারাধীন আছে।